10

ভোরের কাগজ

তারিখ ... 15 JUN 1998
পৃষ্ঠা ৭২ কলাম ৭ ......

বুয়েটে অপ্রীতিকর ঘটনা ছাত্রছাত্রীরা ক্লাস করেনি

বুয়েট প্রতিনিধি : গতকাল রোববার প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বুয়েট) ছাত্রছাত্রীরা ক্লাস করেনি। গতকাল সকালে শেষবর্ষের কিছু ছাত্র আন্দোলনরত ছাত্রদের মধ্যে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। এতে ক্যাম্পাসে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ছাত্র নেতৃবৃন্দ এ ঘটনার জন্য প্রশাসনিক ব্যর্থতাকে দায়ী করেছেন।

গত শনিবার গভীর রাতে ছাত্ররা মিছিল করে বিশ্বকাপ ফুটবল দেখার দাবিতে ক্লাস না করার ঘোষণা দেয়। গতকাল সকাল ৭টা থেকে ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটগুলোতে তালা ঝুলিয়ে দেয় এবং প্রধান গেটে অবস্থান নেয়।

সকাল ৮টায় ছাত্রকল্যাণ পরিচালক অধ্যাপক শামিমুজ্জামান বসুনিয়া উপস্থিত হয়ে ছাত্রদের গেটের তালা খুলতে বলেন। ছাত্ররা তালা না খুলে বিশ্বকাপ ফুটবলের খেলা দেখার দাবিতে স্লোগান দিতে থাকে।

সকাল ৯টায় ছাত্রকল্যাণ পরিচালকসহ বিভাগীয় ডীনরা প্রধান গেটে উপস্থিত হলে শেষবর্ষের (পুরাতন) কিছু ছাত্র আন্দোলনরত ছাত্রদের ওপর চড়াও হয়। তারা শিক্ষকদের সামনে গেটের তালা ভেঙে ফোন এবং আন্দোলনরত ছাত্রদের ব্যনার ছিড়ে ফেলে।

এ ঘটনার প্রেক্ষিতে ক্যাম্পাসে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এবং শেষবর্ষের কয়েকজন ছাত্র আন্দোলনরত ছাত্রদের রোষানলে পড়েন। সকাল সাড়ে ৯টায় উপাচার্য অধ্যাপক ইকবাল মাহমুদ গেটে উপস্থিত হয়ে আন্দোলনরত ছাত্রদেরকে বকাবকি করেন। ছাত্রদের অভিযোগ, উপাচার্য তাদের সঙ্গে কথা না বলেই তাদের প্রতি কটুক্তি করেছেন।

শেষবর্ষের (পুরাতন) ছাত্রদের সংগঠন 'অষ্টক '৯১' এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানায় যে, শেষবর্ষের কিছু ছাত্র শিক্ষকদের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে গেটে অবস্থানরত জুনিয়র ছাত্রদের উপর চড়াও হয় এবং তাদের ব্যানার ছিড়ে ফেলে।

এ ব্যপারে ছাত্রলীগের সভাপতি শহিদুল্লাহ খান এক বিবৃতিতে জানান, প্রশাসনিক ব্যর্থতাই এ ঘটনার জন্য দায়ী।

ছাত্রদলের সভাপতি হাসানুজ্জামান সিদ্দিকী (মিঠুল) প্রশাসনিক ব্যর্থতাকে দায়ী করেন ও নিন্দা জানান।

১৩ শিক্ষকের পুনর্বহাল দাবি

বুয়েট স্থাপত্য বিভাগের ছাত্রদের ক্লাস বর্জন

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) স্থাপত্য বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা অব্যাহতিপ্রাপ্ত বিভাগীয় ১৩ জন শিক্ষককে বাইরে রেখে ক্লাস করবে না। তারা এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, গতকাল রোববার থেকে বিভাগীয় ১৩ জন শিক্ষকের পুনর্বহালের দাবিতে স্থাপত্য বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা অনির্দিষ্টকালের জন্য ক্লাস বর্জন করছে।